ধ্বনি ও বর্ণ

প্রশ্নোত্তর পর্ব

১। প্রশ্ন : বাগ্‌যন্ত্র কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর । বাগ্‌যন্ত্র কথাটির অর্থ কথা বলার যন্ত্র ।

২। প্রশ্ন : বাগ্‌যন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামগুলি লেখো ।
উত্তর । বাগ্‌যন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামগুলি জিহ্বা, নাসিকা, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ প্রভৃতি ।

৩। প্রশ্ন : ধ্বনি কাকে বলে ?
উত্তর । মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত (বের হওয়া) শ্বাসবায়ু বায়ুস্তরে আঘাত করে যে শ্রবণযোগ্য কম্পনের সৃষ্টি করে, তাকে ধ্বনি বলে ।

৪। প্রশ্ন : ধ্বনিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ? ও কী কী ?
উত্তর । ধ্বনিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি ।

৫। প্রশ্ন : স্বরধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । যে ধ্বনি অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজেই পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে পারে, তাকে স্বরধ্বনি বলে । যেমন- অ - ঔ ।

Scanned with CamScanner

৬। প্রশ্ন : ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে পারে না এবং সাধারণত যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে । যেমন- ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি ।

৭। প্রশ্ন : উচ্চারণগত দিক থেকে মোট স্বরধ্বনির সংখ্যা কত ?
উত্তর । উচ্চারণগত দিক থেকে মোট ৭টি স্বরধ্বনি আছে । যথা- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা ।

৮। প্রশ্ন : উচ্চারণগত দিক থেকে স্বরধ্বনিকে মোট কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী ?
উত্তর । উচ্চারণগত দিক থেকে স্বরধ্বনিকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা - হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর, যৌগিকস্বর ও প্লুতস্বর ।

৯। প্রশ্ন : হ্রস্বস্বর কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । হ্রস্ব শব্দের অর্থ কম । যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে, তাকে হ্রস্বস্বর বলে । যেমন - অ, ই, উ, এ ইত্যাদি ।

১০। প্রশ্ন : দীর্ঘস্বর কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । দীর্ঘ শব্দের অর্থ বেশি । যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে হ্রস্বস্বর অপেক্ষা বেশি সময় লাগে, তাকে দীর্ঘস্বর বলে । যেমন - আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ

Scanned with CamScanner

১১। প্রশ্ন : প্লুতস্বর কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে বক্তা যখন সুর করে ডাকে কিংবা গানের মধ্য দিয়ে আহ্বান করা হয় তখন তাকে প্লুতস্বর বলে । যেমন -
মাগো -ও-ও-ও ।

১২। প্রশ্ন : গঠন ও প্রকৃতিগত দিক থেকে স্বরধ্বনিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী ?
উত্তর । গঠন ও প্রকৃতিগত দিক থেকে স্বরধ্বনিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর ।

১৩। প্রশ্ন : মৌলিক স্বর কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । যে স্বরধ্বনি একক ও অবিভাজ্য , যে স্বরধ্বনিকে ভাঙা যায় না, তাকে মৌলিক স্বর বলে । যেমন - অ থেকে, ও ।

১৪। প্রশ্ন : যৌগিক স্বর কাকে বলে ? উদাহরণ দাও ।
উত্তর । যে স্বরধ্বনিগুলি মৌলিক স্বরের প্রভাবে উচ্চারিত হয়, তাকে যৌগিক স্বর বলে । যেমন - ঐ = ওই
ঔ = ওউ
১৫। প্রশ্ন : বাংলায় 'অ'-এর কত রকমের উচ্চারণ পাওয়া যায় ? কী কী ?
উত্তর । বাংলায় 'অ'-এর তিন রকমের উচ্চারণ পাওয়া যায় । যথা -
ক) স্বাভাবিক উচ্চারণ , খ) বিকৃত উচ্চারণ , গ) লুপ্ত উচ্চারণ ।

Scanned with CamScanner

১৬। প্রশ্ন : 'অ'-এর স্বাভাবিক উচ্চারণের দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তর। 'অ'-এর স্বাভাবিক উচ্চারণের দুটি উদাহরণ হল - অমল, কমল।

১৭। প্রশ্ন : 'অ'-এর বিকৃত উচ্চারণের দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তর। 'অ'-এর বিকৃত উচ্চারণের দুটি উদাহরণ হল - অতি থেকে ওতি, কভু থেকে কোভু।

১৮। প্রশ্ন : 'অ'-এর লুপ্ত উচ্চারণের দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তর।'অ'-এর লুপ্ত উচ্চারণের দুটি উদাহরণ হল - জল, ফল।

১৯। প্রশ্ন : 'এ'-কারের স্বাভাবিক উচ্চারণের দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তর। 'এ'-কারের স্বাভাবিক উচ্চারণের দুটি উদাহরণ হল - কেশ, পেট।

২০। প্রশ্ন : 'এ'-কারের বিকৃত উচ্চারণের দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তর। 'এ'-কারের বিকৃত উচ্চারণের দুটি উদাহরণ হল - এক থেকে অ্যাক, বেলা থেকে ব্যালা।

২১। প্রশ্ন : বর্ণের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর। লেখবার সময় যেসব চিহ্ন দিয়ে ধ্বনির নির্দেশ করা হয়, সেগুলিকে বর্ণ বলা হয়। সংক্ষেপে -- ধ্বনির লিখিত রূপকে বর্ণ বলে।

Scanned with CamScanner

২২। প্রশ্ন : বর্ণের শ্রেণিবিভাগ করো।
উত্তর। বর্ণ দুইরকমের। যথা - স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।
২৩। প্রশ্ন : বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণকে প্রধান কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় ও কী কী?
উত্তর। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - স্পর্শবর্ণ, উষ্মবর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ ও আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ।

২৪। প্রশ্ন : কোন্‌গুলি স্পর্শবর্ণ ? কেন এই গুলিকে স্পর্শবর্ণ বলে ?
উত্তর। ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত ২৫টি বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলা হয়।
ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত ২৫টি বর্ণের উচ্চারণের সময় জিহ্বার কোনো অংশের সঙ্গে কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ কিংবা অধরের স্পর্শ ঘটে। তাই এদের স্পর্শবর্ণ বলে।

২৫। প্রশ্ন : কোন্ বর্ণগুলি কণ্ঠ্যবর্ণ ? কেন এই বর্ণগুলিকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলা হয়?
উত্তর। ক্ থেকে ঙ্ পর্যন্ত বর্ণগুলি কণ্ঠ্যবর্ণ।
কেননা এই বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বার পিছন দিক কণ্ঠ স্পর্শ করে। তাই এগুলি কণ্ঠ্যবর্ণ।

২৬। প্রশ্ন : কোন্ বর্ণগুলি তালব্যবর্ণ ? কেন এই বর্ণগুলিকে তালব্যবর্ণ বলা হয় ?
উত্তর। চ্ থেকে ঞ্ পর্যন্ত বর্ণগুলি তালব্যবর্ণ।
কেননা এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা তালু স্পর্শ করে। তাই এগুলি তালব্যবর্ণ।

Scanned with CamScanner

২৭। প্রশ্ন : কোন্ বর্ণগুলি মূর্ধন্যবর্ণ ? কেন এই বর্ণগুলিকে মূর্ধন্যবর্ণ বলাহয় ?
উত্তর । ট্ থেকে ণ্ পর্যন্ত বর্ণগুলি মূর্ধন্যবর্ণ ।
কারণ এই বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মূর্ধা স্পর্শ করে বলে এগুলি হল কণ্ঠ্যবর্ণ ।

২৮। প্রশ্ন : কোন্ বর্ণগুলি দন্ত্যবর্ণ ? এই বর্ণগুলিকে দন্ত্যবর্ণ বলার কারণ কী ?
উত্তর । ত্ থেকে ন্ পর্যন্ত বর্ণগুলি দন্ত্যবর্ণ ।
কেননা এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা দাঁতের মূল স্পর্শ করে । তাই এগুলি দন্ত্যবর্ণ ।

২৯। প্রশ্ন : কোন্ বর্ণগুলি ওষ্ঠ্যবর্ণ ? কেন এই বর্ণগুলিকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলা হয় ?
উত্তর । প্ থেকে ম্ পর্যন্ত বর্ণগুলি ওষ্ঠ্যবর্ণ ।
কেননা এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে, তাই এগুলি ওষ্ঠ্যবর্ণ ।

৩০। প্রশ্ন : উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্পর্শবর্ণকে কয়টি বর্গে ভাগ করা হয় ও কী কী ?
উত্তর । উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্পর্শবর্ণকে ৫টি বর্গে ভাগ করা হয় ‖ যেমন - ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ ।

Scanned with CamScanner